Philosophy of Social Science as if Activism Matters

সমাজবিজ্ঞান দর্শন, যেন সক্রিয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ

Professor Dipankar Sinha

22nd January 2023
University Institute Hall (Annex Building)

(বিগত ২২শে জানুয়ারী, ২০২৩ অ্যাক্টিভিশম স্কলার্স ফোরাম এর উদ্যোগে সমাজবিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা মালায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি প্রদান করেন অ্যাক্টিভিশম স্কলার্স ফোরাম এর প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা মহাশয়।)

অনেক ধন্যবাদ, এতজন এসেছেন এ বিষয়ে আলোচনার শ্রোতা হিসেবে l বলা বাহুল্য, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেক জটিল ও বৃহৎ বিষয়ের 'ধরতাই' মাত্র l

যা বলবো, তার একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ আছে l সেটা Activism (যে সংগঠন এই আলোচনার আয়োজন করেছে)-এর মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত l আসলে, সমাজবিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে কথা

বলতে গেলে শুধু মেথডোলজি নয়, অন্টোলজি ও এপিস্টেমলজির বিষয়ও চলে আসে, এটাই স্বাভাবিক l আবার সরাসরি বা ঘুরপথে সক্রিয়তাবাদও এই পরিসরে তার জায়গা খুঁজে নেয় l এমনকি কান্ট্-এর বিমূর্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণেও সক্রিয়তাবাদ মুখ্য বিষয় না হলেও দর্শনের সঙ্গে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত, এমন কথা বলা যায় l যদিও এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনা করা যাচ্ছেনা l লিভিং ফিলোসফি বা জীবন্ত দর্শনের ক্ষেত্রে চিন্তন (thinking) ও কার্য (doing) ওতপ্রোতভাবে জড়িত l এটা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম সংবেদনশীল ও আলোচিত বিষয় l আমরা armchair theorizing চাই না, আবার mindless empiricism-ও চাই না l সি. রাইট মিলস যাকে বলেছিলেন শৃঙ্খলা, কল্পনা ও ব্যবহারিকতার সমষ্টি, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ l এ কাজ সহজ নয় l আসল চ্যালেঞ্জ হলো সক্রিয়তাবাদ ও তার সঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিকতার মেলবন্ধন l গায়ত্রী স্পিভাক যাকে বলেন "কাল্পনিক নমনীয়তা" (imaginative flexibility), তার সঙ্গে সক্রিয়তাবাদ মেশানো সহজ নয় l অথচ তা না করেও উপায় নেই l

১৯৯৬ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় গুলবেনকিয়ান কমিশন রিপোর্ট *Open the Social Sciences* l চেয়ারম্যান ছিলেন সমাজতাত্ত্বিক ইম্মানুয়েল ওলারস্টেইন l প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের খ্যাতনামা পন্ডিতরা এই কমিশনের সদস্য ছিলেন l নাম থেকেই বোঝা যায়, কমিশন মনে করছে সমাজবিজ্ঞান 'বদ্ধ' অবস্থায় রয়েছে এবং সেই অবস্থা দূর করতে কিছু একটা করতে হবে l ওই কমিশণের উপসংহার--- Restructuring of the Social Sciences--- তাৎপর্যপূর্ণ l সেখানে তাঁরা আলোচনা করছেন, কী ধরনের সমাজবিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজন l এখন যে Public Social Science অর্থাৎ গন সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা হয়, তার সূত্র এখানে পাওয়া যায় l

আসলে আমরা এক জটিল সময় পার হচ্ছি l জিগমুন্ট বউমান-এর "তরল সময়"এর ধারণা প্রণিধানযোগ্য l ওঁর কথায়, “during this times, the structure, institutions and behavioural patterns are meant to melt much faster.” চারিদিকে তাকালেই বোঝা যায়, এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, আচরণগত ধারা 'গলছে' l বলার অপেক্ষা রাখেনা, এই সময়ে অনেক কিছু অন্যভাবে পড়তে হবে, বুঝতে হবে l সাম্প্রতিককালে অতিমারীর কারণে সময় যেন আরো 'তরল' হয়েছে l মাঝে মাঝে মনে হয়, এ থেকে সমাজবিজ্ঞানের কী মুক্তি আছে?

এখানে আত্মসমালোচনাও জরুরি । একজন সমাজবিজ্ঞানী ঠিক কী করেন, সে সম্মন্ধে সমাজের ধারণা খুব স্পষ্ট নয় । বরং ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার , ব্যাংককর্মী বা সব্জিবিক্রেতার কাজ সম্পর্কে ধারণা অনেক স্পষ্ট । অথচ আমরা করদাতাদের টাকাতেই করে খাই । ঠিক এই কারণেই এক্টিভিজমের ভূমিকা অনস্বীকার্য । এক্টিভিজম-ই পারে সমাজবিজ্ঞানকে মানুষের দরজায় নিয়ে যেতে । *দুয়ারে সমাজ বিজ্ঞান* । আমরা সম্ভবত অন্যদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছি । যে কারণে ফরিদ আল্যাটাস উস্কে দেওয়ার মত প্রশ্ন তুলছেন: আমাদের যে কাজ সেটা কি আমরা সমাজকে বোঝাতে পেরেছি? নাকি সমাজের তাগিদ না দেখে আমরা নিজেদের তাগিদে তত্ত্বনির্মাণ করে চলেছি? উল্লেখ্য, হার্ভার্ড, এমআইটি এবং অন্যান্য Ivy League বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ আলোচনার অন্যতম বিষয় "সমাজবিজ্ঞানের অপ্রাসাঙ্গিকতা" । এই আলোচনার অনেকটা জুড়ে আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা । ভারতে অবশ্য কিছু সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষ ভাবনাচিন্তা নেই ।

সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ নাই এক সাক্ষাৎকারে জানান, যুক্তরাষ্ট্রে জননীতি সংক্রান্ত সরকারিস্তরের আলোচনায় অর্থনীতিবিদ ছাড়া অন্য সমাজবিজ্ঞানীরা ডাক পাচ্ছেন না । উনি দুঃখ করে বলেছেন, এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না । ভারতে তো কোনোদিনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিকরা জননীতি প্রনয়ণ-রূপায়নে ডাক পান না । তবে কি আমাদের মিসিং লিংক হলো তত্ত্ব আর সক্রিয়তাবাদের বিচ্ছেদ, যেখানে আমরা একদল সেতুবন্ধন করতে ব্যর্থ, আবার অর্থনীতিবিদরা সফল? আমরা অনেকেই কি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি? সুবিধাজনক, সহজ ও নিরাপদ বিষয়ের তথাকথিত অনুসন্ধানে ক্রমশ জড়াচ্ছি । এ যেন আব্রাহাম কাপ্লানের *Conduct of Inquiry* বইতে উল্লেখ করা মাতালের আচরণের মতো । ওই মাতাল হারিয়ে যাওয়া চাবি খুঁজছে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোকিত অংশে; অন্যত্র অন্ধকার, তাই সে সেখানে চাবি খুঁজতে রাজি নয় । ওই মাতাল নিশ্চয় আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারেনা । তার কারণ, 'সুবিধা'তাড়িত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দর্শনচর্চা করা যায় না । দর্শন দাঁড়িয়ে থাকে নিবিড় ধৈর্যশীলতার উপর ।

এই আখ্যানের অন্য দিকটা হলো, সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান গতিপথে 'প্রয়োগ', 'উপযোগিতা', 'মুনাফা অর্জন' ও কন্সালটেন্সির আত্মপ্রকাশ ও প্রবল চাপ । এর পেছনে নয়া উদারবাদী খেলাটা হলো জ্ঞানকে পণ্যে রূপান্তরিত করা । এ প্রসঙ্গে পিয়ের বোরদিয়েউ তাঁর *Homo Academicus* বইতে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে তাক করে লিখেছেন, এর অনভিপ্রেত ফল হলো "conformity

and self-censorship" l ক্ষমতাশীলদের কথামত চলা, নিজেদের চোখ কান *স্বেচ্ছায়* ঢেকে রাখা l খেয়াল করবেন, আমাদের এখানে সমাজবিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সরাসরি সমালোচনামূলক আলোচনা সাধারণভাবে এড়িয়ে যান l তাঁদের নিরাপদ অবস্থান পাবেন 'ঐতিহাসিক' ও 'বিমূর্ত' বিষয়ে l কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে শাসকবর্গের প্রশংসাসূচক 'গবেষণা' করেন, লেখাপত্র করেন l বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের এক 'অরাজনীতিকরণ' ঘটছে l আমরা অনেকে যাতে সামিল তো বটেই, প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আছি l অথচ কে না জানে, সমালোচনা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের মর্যাদা থাকে না l স্তাবকতা বা মোসাহেবি বা তাঁবেদারি সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ নয় l

আত্মসমালোচনা যে হচ্ছে না, তা নয় l দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক l ১৯৮৮ সালে গ্যাব্রিয়েল আমন্ড মার্কিন পলিটিকাল সাইন্স এসোসিয়েশন-এর সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন, যার লক্ষ্যনীয় শিরোনাম "separate tables" l তিনি বলেন, সমাজবিজ্ঞানীদের (রাষ্ট্রবিজ্ঞনীদের নিজেদের মধ্যেও) পারস্পরিক আদানপ্রদান কমে গিয়েছে l রূপকার্থে আমাদের টেবিল আলাদা l স্তানিস্লাভ আন্দ্রেস্কি তাঁর *Social Science as Sorcery* বইতে লিখছেন, সমাজবিজ্ঞানীরা ভান করতে, অতিরিক্ত কথা বলতে, কঠিন দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে ব্যস্ত l *Chaos of Discipline* বইতে অ্যান্ড্রু এবোট-এর বক্তব্য, সমাজবিজ্ঞানে অরাজকতা তৈরী হয়েছে l এর মুলে আছে আত্মসাদৃশ্যকতা (self-familiarity) l তাঁর মতে, এই রোগের দুটো উপসর্গ: ১. অতি-স্মার্ট আচরণ এবং নিস্পৃহতা; ২. গতানুগতিক ও গজদন্ত মিনার-প্রসূত পচা তত্ত্ব l আমরা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীরা অতি-বিশেষীকরণ (super-specialisation)-এ ঝুঁকে আছি, সমাজবিজ্ঞানের সামগ্রিক চেহারা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বললেই চলে l পুরসমাজের 'অবিচ্ছেদ্য' অংশ হিসেবে সমাজ উন্নয়নে আমরা কী ধরনের ভূমিকা নিচ্ছি বা সত্যিই কোনো ভূমিকা নিচ্ছি কিনা, তা নিয়ে কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কথাবার্তা বা হাতেগোনা লেখা ছাড়া বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়ে কি?

কিছু ক্ষেত্রে বিপদটা আসে অন্য পথে l সমাজবিজ্ঞানীদের এই ব্যর্থতার কথা উঠে আসে কোনো কোনো লেখায় তবে তার কারণ হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের 'অপ্রাসঙ্গিকতা'র যুক্তি খাড়া করা হয় l গোটা শাস্ত্র সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয় l এ যেন throwing the baby out with bathwater -এর নিদারুন উপসর্গ l শেকড়শুদ্ধ সমাজবিজ্ঞানকে উপরে ফেলা সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যর্থতার উপযুক্ত সমাধানপথ হতে পারেনা l পদ্ধতিগতভাবে আমরা মূলত কাঠামো-কেন্দ্রিক

(structure-centric) থেকেছি, এখন একই সঙ্গে কারক-কেন্দ্রিক (actor-centric) হওয়ার সময় l 'কী' বা 'কিসের' সঙ্গে 'কারা' ব্যাপারটাওতো সমাজবিজ্ঞানের দর্শনচর্চায়, বিশেষ করে সক্রিয়তার প্রসঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ l তা করতে পারলে এ ধরনের 'অপ্রাসঙ্গিকতা'র দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে l

যাই হোক, সমাজবিজ্ঞানের 'নিশ্চিন্ত', 'স্নিগ্ধ' রূপ বেশ বিপজ্জনক বিষয় কারণ তা আসে সমালোচনারোহিত দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন থেকে l তাই স্নিগ্ধকরণের পেছনে না ছোটাই ভালো l বরং সমাজবিজ্ঞানের rough and tough চেহারাটাই আমাদের দরকার, সমাজের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে l ভ্রান্ত শিক্ষাবিদ্যা (pedagogy) আমাদের মানবিকবোধ, যা কিনা সমাজবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, তা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে l আমাদের বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে কারণ আমরা বাস করছি 'উত্তর-সত্য' (post-truth) কালে, যার উপাদান হলো কৌশলী মিথ্যা নির্মাণ ও প্রচার, নৈতিকতার নির্বাসন, মতাদর্শের মৃত্যু l পোস্ট-ট্রুথ একা আসেনি, সঙ্গে এনেছে 'পোস্ট-ফ্যাক্ট', 'পোস্ট-ইনফরমেশন', 'পোস্ট-রিয়ালিটি'র মতো ধারণা l সবই যেন নোঙ্গরহীন, শুধু স্রোতে ভাসা l এই ধারণাগুলো একযোগে কাজ করে মুক্ত মন মুক্ত চিন্তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎকে হাতেগোনা বিশেষ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির 'উপনিবেশ' বানাতে l সমাজবিজ্ঞানের দর্শন দিয়ে এই বৃহত্তর পরিসরের রাজনীতিকে বুঝতে হবে শুধু নয়, রুখতে হবে l

পরিশেষে বলি, সক্রিয়তাবাদ ও দর্শনের মেলবন্ধন পাওয়া যায় মার্ক্সের এক অমোঘ বক্তব্যে, যার তাৎপর্য বুঝতে আগমার্কা মার্ক্সবাদী না হলেও চলে: *দার্শনিকরা এযাবৎকাল জগৎকে শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করেছেন, তবে বিষয়টা হলো এর পরিবর্তন* l পথটা একেবারেই সহজ নয় l তবে শোপেনহাউয়ারকে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে ওই পথের শেষে সমাজবিজ্ঞানদের কপালে পুরস্কার মিললেও মিলতে পারে l শোপেনহাউয়ার প্রদর্শিত পথ ত্রিস্তরীয়: পরিহাস; হিংসাশ্রয়ী বিরোধিতা; গ্রহণযোগ্যতা l ওই অন্তিম মাইল ফলকই হোক সমাজবিজ্ঞানীদের পরম লক্ষ্য l

---